তুষারতীর্থ
অমরনাথ

তুষারতীর্থ অমরনাথ

শিব পঞ্চাক্ষর স্তোত্রম্

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায়
মহেশ্বরায় ।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়,
তস্মৈ 'ন' কারায় নমঃ শিবায় ॥
মন্দাকিনী সলিল চন্দন চর্চিতায়
নন্দীশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায় ।
মন্দার পুষ্পা সুপূজিতায়
তস্মৈ 'ম' কারায় নমঃ শিবায় ॥
শিবায় গৌরীবদনাব্জবাল-সূর্যায়
দক্ষাদ্ধর নাশকায় ।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়,
তস্মৈ শি-কারায় নমঃ শিবায় ॥
বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য-মুণীন্দ্রদেবার্চিত শেখরায়
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায়,
তস্মৈ 'বা' কারায় নমঃ শিবায় ॥
যক্ষ স্বরূপায় জটাধরায়,
পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়,
তস্মৈ 'য়' কারায় নমঃ শিবায় ॥
পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ
শিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি
শিবেন সহ মোদতে ॥

সূর্য প্রণাম

হে প্রভাত সূর্য্য আলোর পদ্ম হাতে,
তোমার উদয় দেখেছি নিত্য প্রাতে ।
নব-জীবনের অমৃত পরশে সৃষ্টি দিয়েছ ভরি,
তোমায় সত্য জানি, তোমায় সত্য মানি,
হে প্রভাত সূর্য্য তোমায় প্রণাম করি ॥
হে বিবেক সূর্য্য বিবেকানন্দ স্বামী
তোমায় সত্য জানি
তোমায় সত্য মানি
তোমায় প্রণাম করি ।

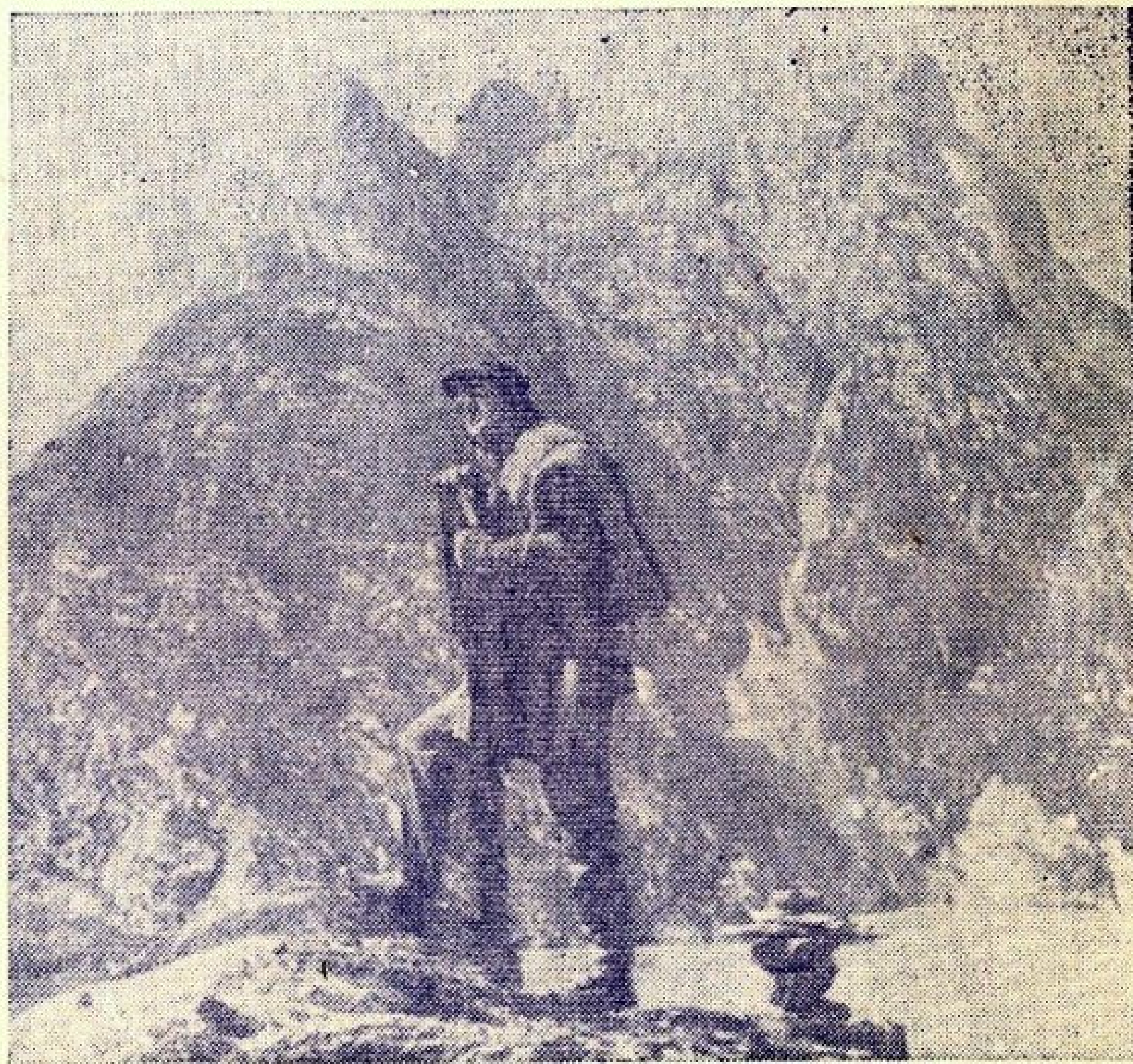

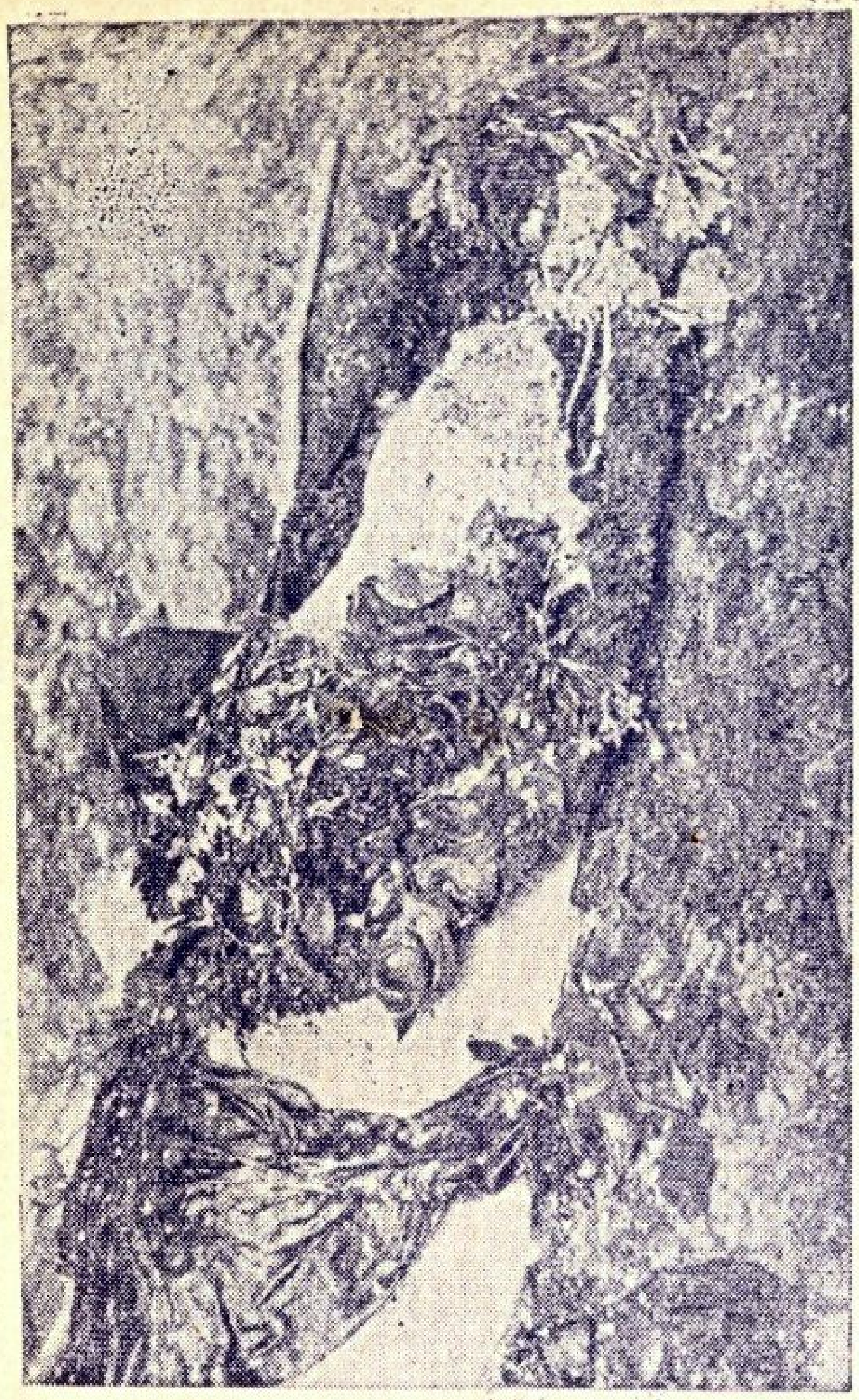

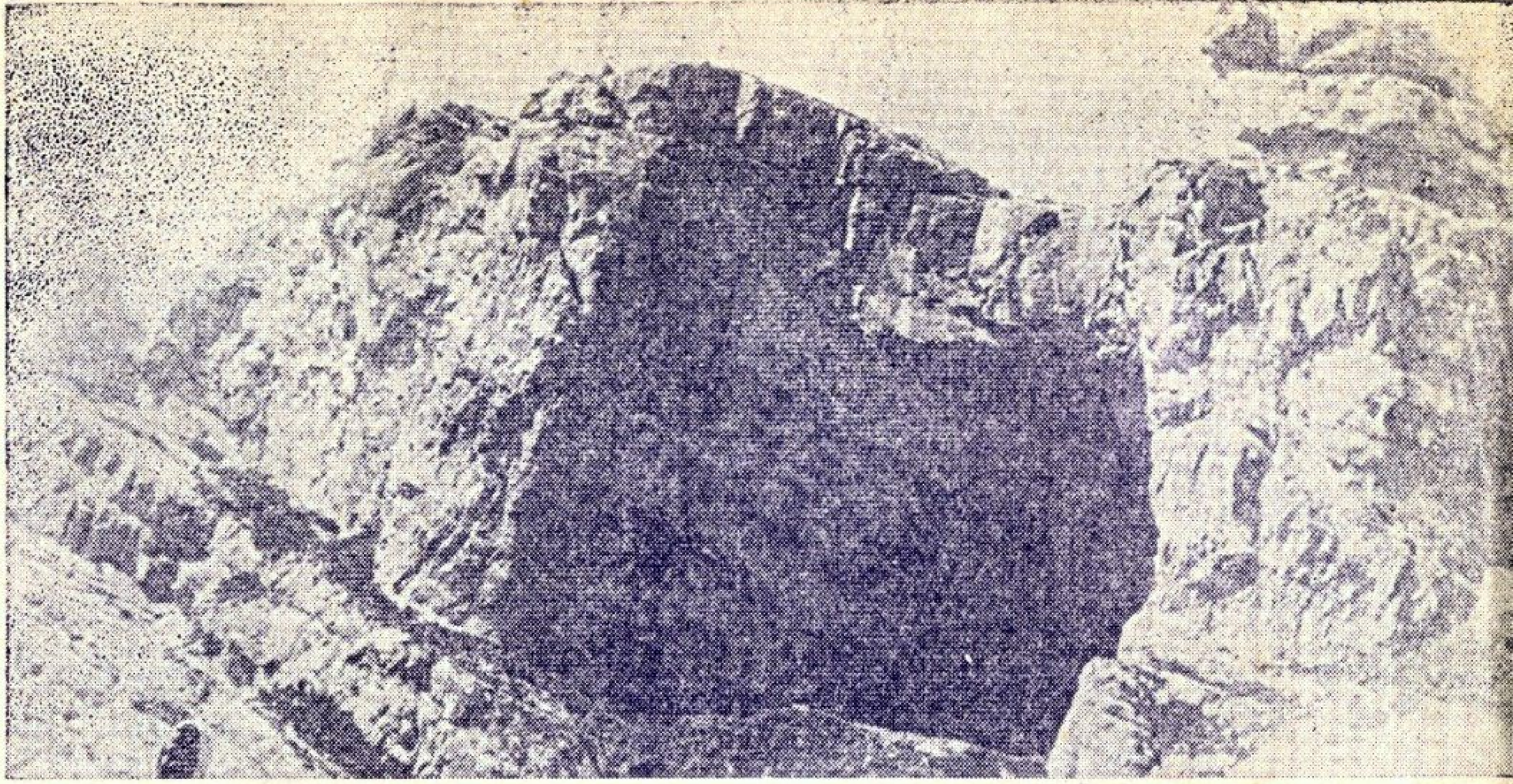

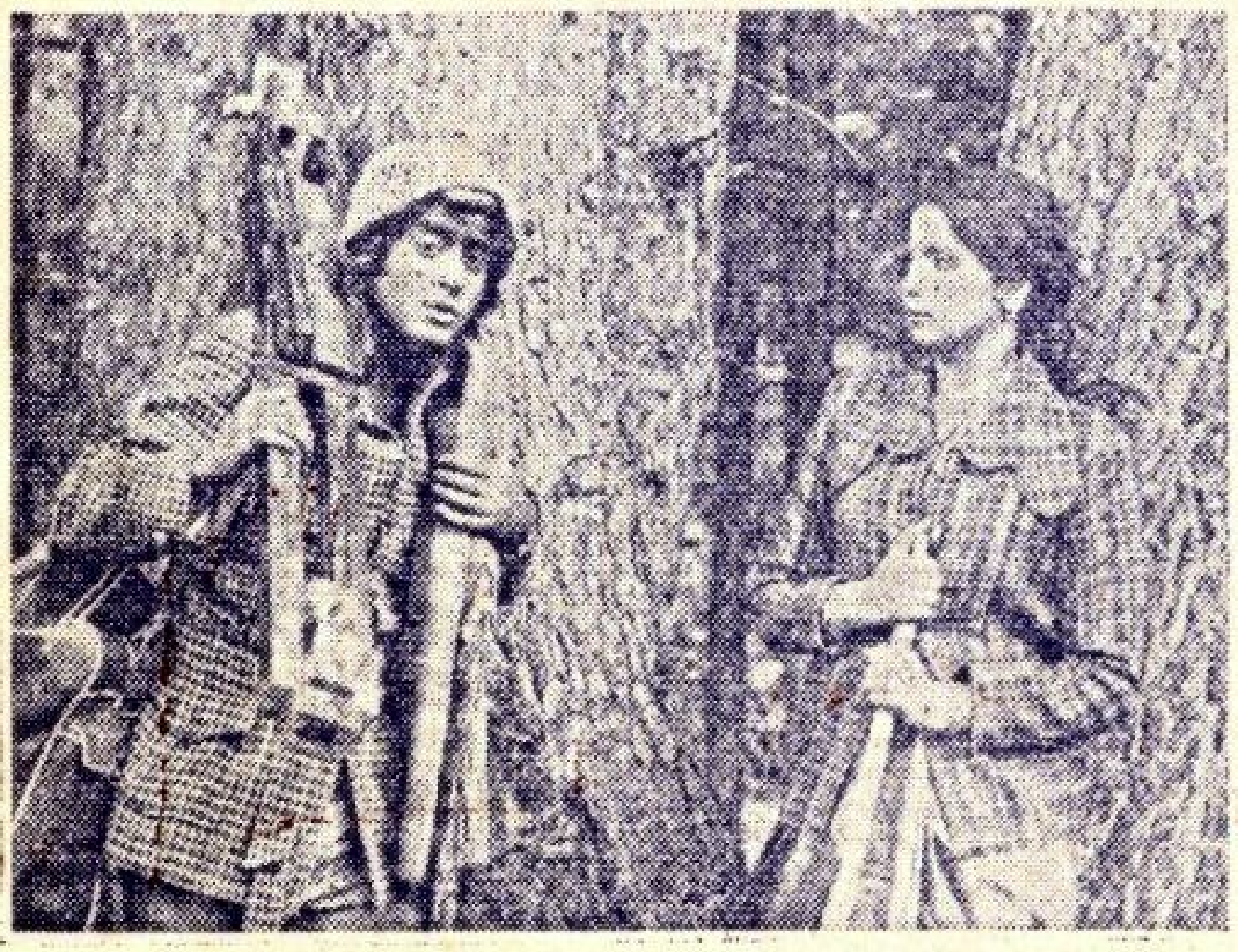

শিব-স্তোত্র

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থানো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার-দুঃখ-গহণা জগদীশ রক্ষ।

ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজত-গিরিনিভম্ চারুচন্দ্রাবতংসম্
রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং প্যরশু-মৃগরা ভীতি হস্তং প্রসন্নম্
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানম
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্

হে পাৰ্ব্বতী-হৃদয় বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশ জাপ
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসার-দুঃখ গহণা জগদীশ রক্ষ।।

হে নীল-কণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চ বক্ত্র
লোকেশ শেষ বলয় প্রমথেশ শৰ্ব্ব
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজা পতে মাং
সংসার-দুঃখ গহণা জগদীশ রক্ষ।।

শিব বন্দনা

নমো হে সত্য শিব নমো হে সুন্দর
নমো হে পিণাক পাণি জয় জয় শঙ্কর।।
জয় জয় শঙ্কর জয় জয় শঙ্কর।

তুমিই সত্য শিব তুমি যে সুন্দর
তোমার তীর্থে প্রভু তুমিই সহায়
আশীষ দাও হে নাথ এই যাত্রায়।।

দিগন্তে তুমি হও আলোয় জ্যোতির্ময়
দুর্গম পথে হ'রো বিঘ্ন শঙ্কা ভয়
প্রেম-প্রীতি স্নেহ হ'য়ে ভ'রে থাকো মানুষের অন্তর।।

গিরি পৰ্ব্বতে তুমি, ধরণীর ধূলিতেও তুমি।
শিল্পীর গানে তুমি, রঙভরা তুলিতেও তুমি।।

জীবন ধন্য করে মরণ পূণ্য করে
তুমি আছো মন্দিরে ভাবের মূর্তি ধরে
তুমিই হে লোকনাথ ত্রিলোক তোমাতে চির নির্ভর।

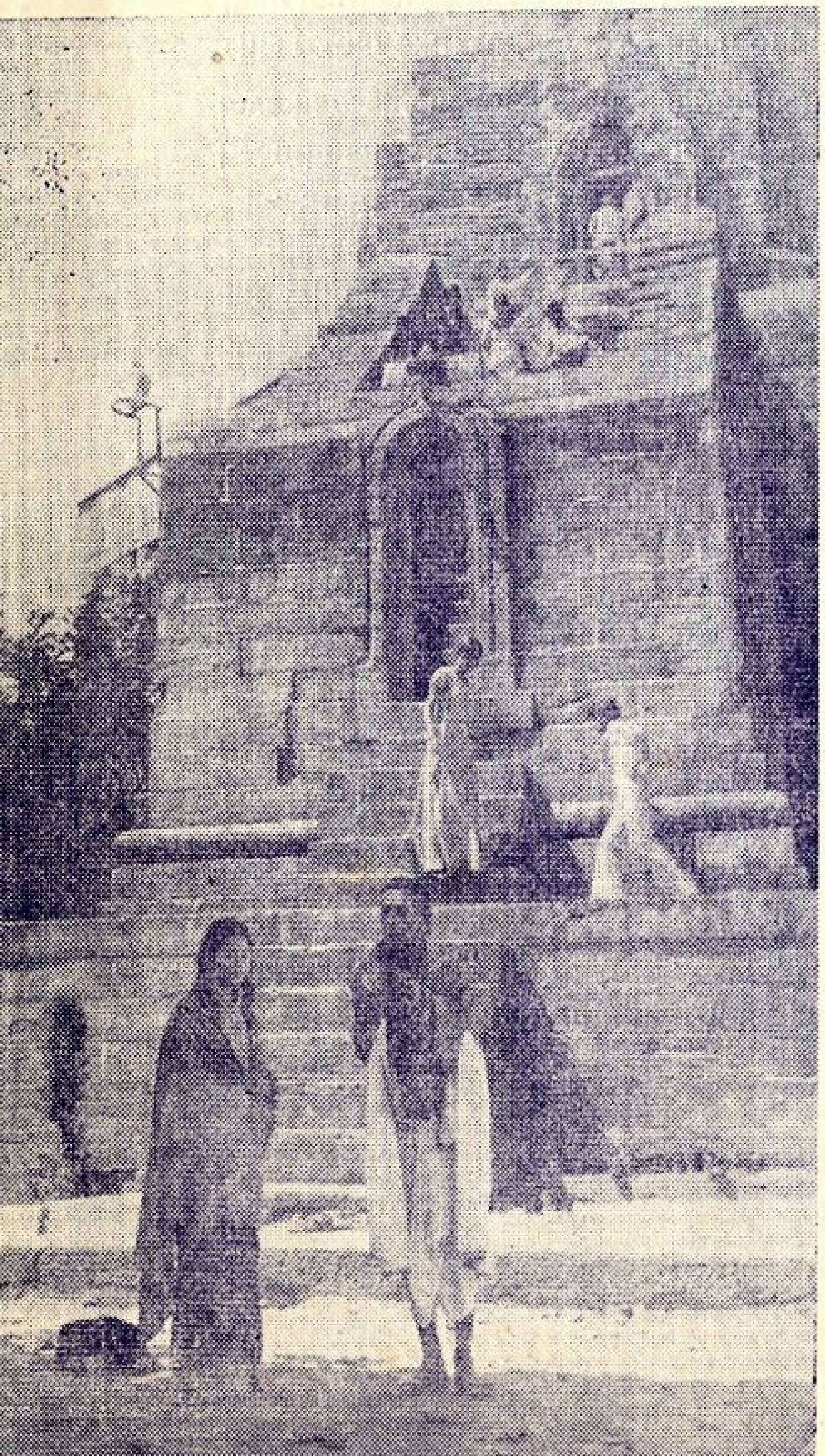

গান

শুধু দেখি বিভোর হ'য়ে—

পদ্ম - ভাসা ঝিলের জলে - তরী শুধুই ভেসে চলে
জানিনা—জানিনা কোন তরঙ্গে সে কোন খানে যায় ব'য়ে
(শুধু) দেখি বিভোর হ'য়ে, আমি দেখি বিভোর হ'য়ে ।
ঐ আকাশের নীল নীলিমায়
শঙ্খ বরণ মেঘের মেলায়,
যে দিকে চাই —তোমাকে পাই
সবখানেতেই হে ভগবান তুমিই গেছো র'য়ে
(শুধু) দেখি বিভোর হ'য়ে, আমি দেখি বিভোর হ'য়ে ॥

না - না না মানি না—
ও কথা আমি মানি না —
জীবনটা জানি শুধু সুন্দর
আর কিছু সুন্দর জানি না ।
জীবন রয়েছে বলে রয়েছি আমি
জগতে সবার চেয়ে এইতো দামী,
(আমি) চাইনা যে বেশী কিছু এর বিনিময়ে
যেখানে যাই - জীবনকে পাই
সবখানেতেই মধুর জীবন তুমিই গেছো র'য়ে
(শুধু) দেখি বিভোর হ'য়ে, আমি দেখি বিভোর হ'য়ে ॥

উঁচু পাহাড় নীচু মাটি দুই কত সুন্দর
এই প্রকৃতির অনেক পাওয়ার ভরল যে অন্তর
কী অপরূপ সবুজ শাখা
রঙিন ফুলের আবির মাখা
যেথায় তাকাই মুগ্ধ যে তাই
সবখানেতেই এই প্রকৃতির রূপের সুধা ল'য়ে
(শুধু) দেখি বিভোর হ'য়ে আমি দেখি বিভোর হ'য়ে ॥

রবীন্দ্র সঙ্গীত

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে ।
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা ।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে ॥

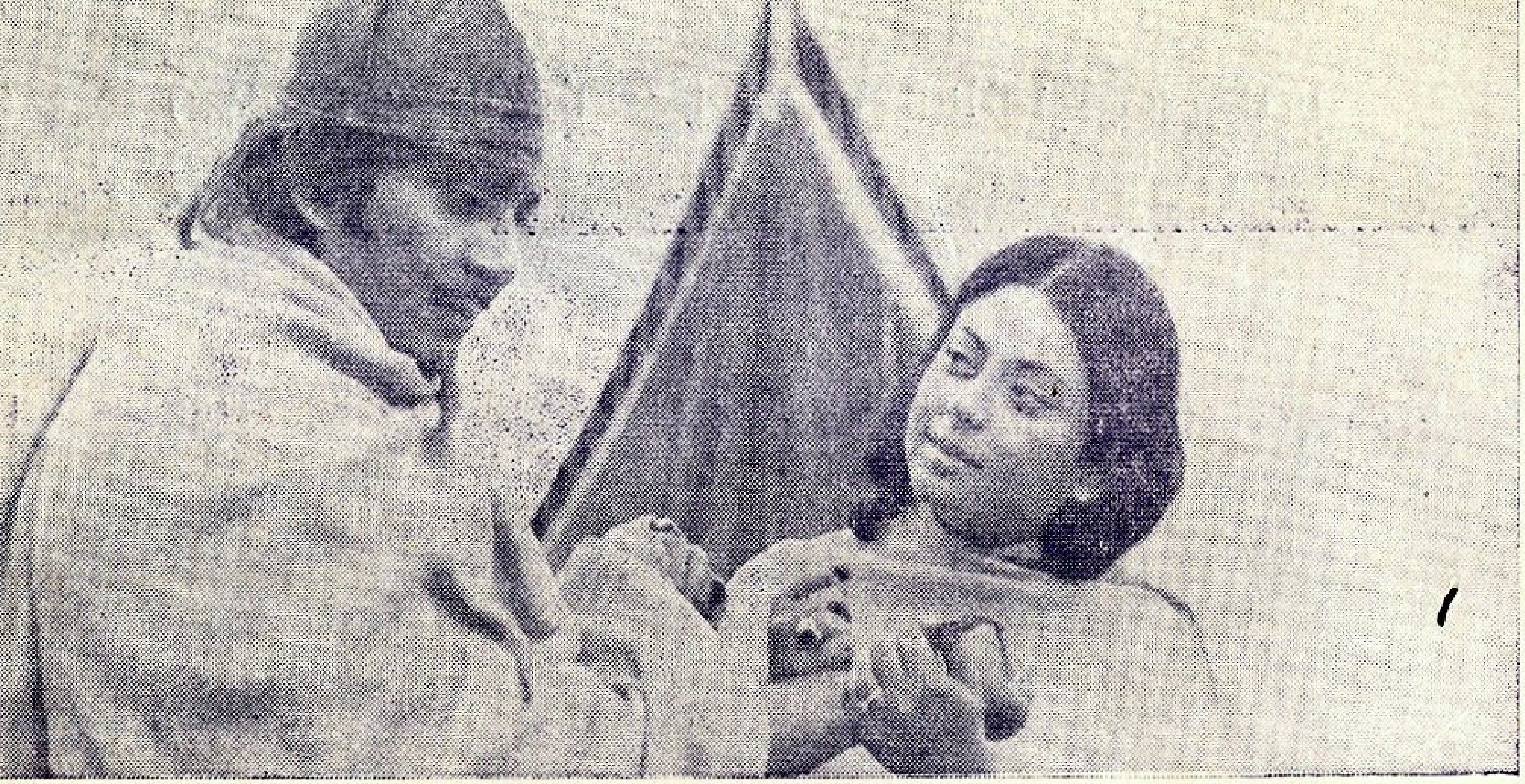

অভিনয় করছেন : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, মৃণাল মুখার্জী, নিপন গোস্বামী, সুমিত্রা মখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তপতী রায়, গায়ত্রী রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট), তপন মিত্র, প্রণত ঘোষ, রাধা ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার জয়, আলি মহম্মদ, শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়, রেখা মল্লিক, জয়ন্ত পুরকায়স্থ, শুকদেব চন্দ, তুষার দে, রমলা রায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, অলক মুখোপাধ্যায়, অমৃত ওবেরয় এবং রেহানা সুলতান

সঙ্গীত পরিচালনায় : গোপেন মল্লিক, জানকী দত্ত

সঙ্গে আছেন : সুমিত্রা সেন, ওয়াই. এস. মূলকী, মোহনলাল এমা

গান লিখেছেন : পুলক বন্দোপাধ্যায়, শান্তিময় কারফরমা

গান গেয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তমালী চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মলা মিশ্র, হৈমন্তী শুক্লা

রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন : সুমিত্রা সেন

মন্ত্র পাঠ করেছেন : বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সমবেত কন্ঠ : কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ক্যালকাটা কোরাল গ্রুপ

যাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, দীনেশ দে, ধর্ম্মার্থ ট্রাষ্ট (কাশ্মীর), কুণ্ডু স্পেশ্যাল, শঙ্কর প্রসাদ কুণ্ডু, সুবল কুণ্ডু, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দত্ত, বলাই মাইতি, শ্যামাপদ, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার, কন্যাকুমারী দেবাসন, মদন সেন এবং অসিত চৌধুরী

অন্তদৃশ্য হয়েছে : আনন্দ মোহন চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিশিয়ানস্ ষ্টুডিও

রসায়নাগার : বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ ও ফিল্ম সার্ভিস্

শব্দ গ্রহণ করেছেন : বলরাম বারুই, অনিল দাসগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, বাবাজী এবং বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মতি গ্রহণ এবং শব্দপুনর্যোজনা করেছেন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই

চিত্রগ্রহণ করেছেন : অজয় মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর গুহ, কেল্ট বোস, বাটুরী

আলোক সম্পাত করেছেন : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভব, সুনীল, কাশী, তারাপদ, রামদাস; নব, হংস, কিশোরী, তুলসী

স্থির চিত্র গ্রহন করেছেন : পরিমল চৌধুরী

পরিচয় পত্র লিখেছেন : রতন বরাট্

রূপ সজ্জায় : সত্যেন ঘোষ, সুব্রত সিংহ, মেরিনা হো

সাজ সজ্জায় : ষ্টুডিও সাপ্লাই, কেদার শর্ম্মা

শিল্প নির্দেশনা করেছেন : প্রসাদ মিত্র, গোপী সেন

সম্পাদনা করেছেন : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য, বাপী সরকার

ব্যবস্থাপনা করেছেন : শম্ভু মুখোপাধ্যায়, শান্তি, শঙ্কর, গৌর, সুদামা

পরিচালনায় সাহায্য করেছেন : জয়ন্ত পুরকায়স্থ, অমিতাভ ভট্টাচার্য্য

বিশ্ব পরিশনায় : মুভীউইন

প্রযোজনা করেছেন : তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা : প্রভাত মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে চলেছেন তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের পথে। এঁদের মধ্যে আছেন এক মাদ্রাজী গোঁড়া ব্রাহ্মণ, নাম ভেঙ্কট, যিনি অব্রাহ্মণের ছায়াটুকুও মাড়ালে নিজেকে অপবিত্র বলে মনে করেন এবং তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যা সীতা, যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এতটুকু বিশ্বাস করেনা!

নিখিলেশ একজন বাঙালী শিল্পী। সে জানে না ভগবান আছে কি নেই, কিন্তু সে চলেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই উপলব্ধি করতে।

এইসব দর্শক এবং তীর্থযাত্রীরা এসে পৌছায় প্রথমে জম্মুতে ও পরে কাটরায়, মাতা বৈষ্ণদেবী দর্শনের আকাঙ্খায়! নাস্তিক সীতা দেবী-দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে এক যুবা পূজারীর সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে তার এক বাকবিতন্ডার সূত্রপাত হয়। কিন্তু পূজারী দেবীর মাহাত্ম্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য সীতাকে বার বার অনুরোধ করায় সীতা ক্রোধভরে সেই পূজারীকে বলে যে যদি তার ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতা কখনও, স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে অব্রাহ্মণের হাতে জল খান তাহলেই ঈশ্বর মাহাত্ম্যের কথা বিশ্বাস হবে।

শ্রীনগরের সরকারী টুরিস্ট ভবনে অন্যান্য চরিত্রের সাথে পরিচয় হয় এক বাঙালী হালদার পরিবার এবং রসুল নামে এক কাশ্মিরী মাঝির। রসুল সেই মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ভেঙ্কটের সুটকেশ ধরতেই এক বিশ্রী দৃশ্যের অবতারনা হয়। কিন্তু রসুল হাসিমুখে মানবতা বোধের পরিচয় দেয়।

হালদার পরিবার রসুলের হাউসবোটে এলে তারা যেন এক পরিবার ভুক্ত হয়ে যায়। পরিবারটির বড় মেয়ে রীতা এবং রসুলের বোন মেহেতাব উভয়ে কালক্রমে একাত্ম হয়ে যায়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে অমরনাথ গেলে নাকি মনের বাসনা পূর্ণ হয়, এই কথা রীতার মুখে শুনে রসুল এবং মেহেতাব অমরনাথ যাত্রার জন্য আকৃষ্ট হয়।

শঙ্করাচার্যের মন্দিরে ওঠার সময় এক কাশ্মিরী বৃদ্ধ ভেঙ্কটকে পাহাড়ে ওঠার সময় সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হলে, ভেঙ্কটের কাছে অপদস্থ হয়। সীতা এতে খুব আঘাত পায় এবং তাঁকে বোঝায় যে, যদি ভগবান বলে কেউ থাকেন এবং তাঁর কাছে যেতে হলে প্রত্যেকের আত্মাকে ভালবাসা এবং মানবতা দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

পাহেলগাঁমের এক হোটেলের পরিচারকদের কাছে ধনী ও সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবা অরুন সায়গল এবং তার বোন সুমিত্রা শোনে যে সম্পূর্ণ ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস নিয়ে যারা বাবা অমরনাথ দর্শনে যায়, তিনি, তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন। সুমিত্রা ও অরুন যেতে সম্মত হয়, ।

যাত্রাপথে নিখিলেশ এবং সুমিত্রার সাক্ষাৎ হয়। ওরা পরস্পরে পরস্পরের ভালবাসার পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করে—বুঝতে পারে যে ভগবান কখনও স-শরীরে আবির্ভূত হন না, কিন্তু আত্মপ্রকাশ পায় প্রেমের-ই দ্বারা। অরুণেরও প্রতি পদক্ষেপে মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে সে সৎপথের দিকে ধাবিত হয়।

ভেঙ্কট্ নিজেকে অব্রাহ্মণের স্পর্শদোষ মুক্ত করতে গিয়ে পঞ্চতরণীতে কঠিন নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে প্রপিতামহদের বহনকরা কুসংস্কারের প্রায়শ্চিত্যের প্রয়োজন সরকারী চিকিৎসা পুরোদমে চললেও তিনি যে রসুলের উপর দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন জীবনের সন্ধিক্ষণে সেই রসুলের কাছে ক্ষমা চেয়ে তার হাতে জল খান। সীতারও ভগবানের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন হয়।

রসুলের বোন মেহেতাব বাবা অমরনাথের পায়ের তলায় জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে আর রীতার বিশেষ কোন বিশ্বাস বা সন্ধান না থাকলেও সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে সুখী করে। এই ভাবেই কাহিনী এক পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে।

সত্যম শিবম্ সুন্দরম

প্রকাশিত হইল প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' ১৪'০০। প্রবাদ আছে দেবতা অমরনাথ তীর্থযাত্রায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তারই বিস্ময়কর কাহিনী লেখকের ভাষার মাধুর্যে ও অনুভূতির শোভন প্রকাশে ইহা উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রেম ও বিশ্বাসের এক অসাধারণ তীর্থযাত্রা

তুষারতীর্থ অমরনাথ

রঙীন

an extraordinary pilgrimage to faith and love

TUSHAR TIRTHA AMARNATH

IN COLOUR

Venkat an orthodox South Indian brahmin who feels desecrated even if the shadow of a non-brahmin falls on him, starts on a pilgrimage to Amarnath in Kashmir from Kanyakumari with his daughter Seeta, a young and beautiful widow but profoundly anti-God.

So does Nikhilesh, an artist, not necessarily on a pilgrimage in the usual sense of the word but to seek the meaning of 'absolute beauty'. Being proverbially poor, he sells his President's Gold Medal to meet the expenses.

They meet in Jammu, in the bus and not under any congenial circumstances either. Quite a few other characters - a Rajasthani couple, after begetting five daughters in six years, going to seek the blessings of a son; Manikbabu, a lecherous old clerk with no fixed aim except wine and women wherever he can get them, comprise the cosmopolitan crowd.

In the holy Cave Shrine of Mata Vaishno Devi, where Seeta refuses to enter for a 'darshan', the priest's son Nathu stakes his life to prove the existence of God by goading Seeta to name something that she thinks 'impossible' and to agree to the existence of God if that came to pass. She, accordingly agrees that if her father, who feels desecrated even if the shadow of a non-Brahmin falls on him, knowingly asks for and drinks water from the hands of a non-Hindu, she would consider the 'impossible' to have happned.

In Srinagar and later in Pahalgam, the caravan is joined by a number of diverse characters - by a typically middle class Indian family of Halder that Includes Rita, an average collegian with no fixed aims in life; by Rasul, a young Kashmiri boatman who epitomises the tranquility of 'nature'; by his sister Mehtab, according to whom, the true religion of all women all over the world is the same - to be a 'Good Mother and a Loyal wife' and who is resolved to take the pilgrimage on the basis of a belief in Bengal that one who takes the journey to Amarnath in full faith is bound to be blessed with a husband of her own choice ; by Arun, a fabulously rich businessman from the Punjab who has a 'guilty conscience' for having committed a breach of faith out of religious fanaticism and wishes to seek redemption at the feet of the Lord ; by his sister Sumitra who is as beautiful as she is rich and is taking the pilgrimage to know if there is any such thing as 'selfless love' for, all those that have so far professed to love her, she maintains, had more than an eye and a half on her wealth.

This rather extra-ordinary caravan of people from different states of India with mixed culture and creed, social customs and sectarian views begin their journey of five days' of trekking through difficult terrain, of pains and pleasure, of scenic grandeur and severe hardships but courne with patience and meeting the challenge with the contagion of their courage.

En route, 'Nature' begins to prevail on each of them and, in the meeting of nature's silence with the silence of the human heart as well as through a series of little but touching incidents, they sink their cultivated differences of creed and culture in preference to their instinctive faith and ultimate search: Characters come close to each other, involvements begin to deepen and, even though God never appears to any one of them in person. He manifolds Himself in thought and action and each one, according to the intensity of his or her 'faith' establishes an equation with 'God' - together with the realisation that the world has one God and the name of that God is 'Humanits'.

TUSHAR TIRTHA AMARNATH

IN COLOUR

Acting stars : Kanu Bandyopadhyay, Dipankar Dey, Mrinal Mukherjee, Nipon Goswamy, Sumitra Mukherjee, Subrata Chatterjee, Tapati Ray, Gayatri Ray, Kali Baneerjee (Jr.), Tapan Mitra, Pranata Ghosh, Rekha Mallick, Radha Bhattacharjee, Master Toy, Srabani Banerjee, Ali Mahumad, Jayanta Purakayastha, Sukdeb Chanda, Tushar Dey, Ramola Ray, Bireswar Banerjee, Ardhendu Bhattacharjee, Alak Mukherjee, Amrit Uberoi & Rehana Sultan

Music by : Gopen Mallick, Janaki Dutta

Assisted by : Sumitra Sen, Y. S. Mulky & Mohanlal Ema

Lyrics : Pulak Bandyopadh yay, Santimay Karforma

Play back : Hemanta Mukherjee, Tamali Chatterjee, Nirmala Misra, Haimanti Sukla

Tagore Song : Sumitra Sen

Stotrams recitation : Birendra Krishna Bhadra, Hemanta Mukherjee

Corus Voice : Calcutta Coral Group - organised by Kalyan Mukherjee

With gratitude : Government of West Bengal, United Commercial Bank, Dinesh Chandra Dey, Dharmart Trust (Kashmir), Kundu Special, Sankari Prasad Kundu, Subal Kundu, Debi Bandyopadhyay, Sudhir Dutta, Balai Maity, Shyamapada, Jammu & Kashmir Government, Kanyakumari Devason, Madan Sen & Asit Chowdhury

Indoor works ; Technicians Studios under guidance of Ananda Mohan Chakraborty

Laboratory : Bombay Cine Laboratories (Bombay), Film Services

Sound Recording : Balaram Parui, Anil Dasgupta, Soumen Chatterjee, Babaji & Bireswar Bandyopadhyay

Songs Recording & Re-recording : Satyen Chattopadhyay, Balaram Barui

Photograph by : Ajay Mitra, Kali Bandyopadhyay, Sankar Guha, Kesto Bose, Bauri

Lighting by : Prabhas Bhattacharjee, Bhaba, Sunil, Kashi, Tarapada, Ramdas, Naba, Hansa, Kishori, Tulsi

Still Photo : Parimal Chowdhury

Titleing by : Ratan Barat

Make up by : Satyen Ghosh, Subrata Sinha, Marina Hoe

Dress by : Studio Supply, Kedar Sharma

Art Direction : Prasad Mitra, Gopi Sen

Edited by : Nikunja Bhattacharjee, Bapi Sarkar

Production controlled by : Jayanta Purakayastha, Amitava Bhattacherjee

World Distribution by : MOVIEWYN

Produced by : Tarak Bandyopadhyay, Shyamoly Bandyopadhyay

Story, Scenerio & Directed by : Prabhat Mukhopadhyay

SUBHAM